Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ৩য় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৭শে বৈশাখ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 10th May. 1961 | ৪৯শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. SERVICE

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO. 62354.OP.57

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক ঃ

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. PUBLIC

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

"কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

—০—

যেমন সূর্য্যদেবের উদয় প্রদীপ জেলে দেখতে হয় না। তেমনি এত বড় প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবির পরিচয় আমাদের দেশের শিক্ষা বিস্তারের কার্পণ্যের জন্য দিতে হইল। আমাদের অধিকাংশ গ্রাহক ও পাঠক জোতদার স্বল্প শিক্ষিত তাহা বাকি খাজনার দাবিতে নীলামে ওঠা জমির বিজ্ঞাপন দেখিয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিয়া রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বর্ণনা করার ধৃষ্টতার জন্য আমাদের অপরাধ লইবেন না।

ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম—বাংলা ১২৬৮ সাল ২৫শে বৈশাখ। শৈশবে বাড়ীর একজন পুরাতন ভৃত্যের সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ শ্রবণে পঞ্চম বর্ষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ সুর করিয়া রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন। কলিকাতা নর্মাল স্কুলে পাঠকালে নবম বর্ষের বালক রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিয়া শিক্ষকগণের প্রশংসাভাজন হন। এখানে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি পিতার সহিত প্রথমে বোলপুরে পরে ডালহুসী পাহাড়ে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। এই সময়ে ইনি পিতার নিকট জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। অনন্তর ইহার মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল আমেদাবাদে গিয়ে কিছুদিন থাকেন। সেই সময় ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তখন ইহার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। এই সময়েই ইনি ভারতী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি লণ্ডন নগরে যাইয়া ইউনিভারসিটি কলেজে কিছুদিন ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা করেন। উত্তরকালে আর একবার ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অসামান্য। কি গীতিকাব্যে, কি উচ্চ ভাবাত্মক কবিতায়, কি নাটক উপন্যাস প্রণয়নে, কি সাহিত্য সমাজ বা রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমভাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন। ইহার রচিত গ্রন্থ বিস্তর। তাহার মধ্যে কয়েকখানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, রাজা ও রাণী, মানসী, কড়ি ও কমল, বিসর্জ্জন ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনি বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়) পত্রিকার কিছুদিন সম্পাদকতা করেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অনেক সাময়িক পত্রে ইনি গল্প কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহার রচনাগুলি সাধারণ্যে অতি আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গীত শক্তিও অল্প নয়। নিজের রচিত অনেকগুলি গান, নিজেই সুর যোজনা করিয়া স্বাভাবিক সুকণ্ঠে শ্রোতার মনোমুগ্ধ করিতে ইহাকে দেখা গিয়াছে। ইনি যেমন সাহিত্যসেবী, তেমনি স্বদেশভক্ত, ইনি অধিক সময় বোলপুরে অতিবাহিত করেন। সেখানে ইনি অনেকগুলি বালক ও যুবককে প্রাচীন আর্য্যরীতি অবলম্বনে ধর্ম্ম, নীতি ও সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইহার পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রমুখ সাহিত্য রথিগণ ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই মাঘ) রবিবার কলিকাতার টাউন হলে একটী মহতী সভার অনুষ্ঠান করিয়া ইহাকে গজদন্তময় পত্রে (প্রাচীন পুঁথির আকারে) ক্ষোদিত অক্ষরে রচিত অভিনন্দন লিপি প্রদান করেন। অতঃপর ইনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে গমন করেন। ইংলণ্ডে ইঁহার "গীতাঞ্জলি" ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হওয়ায় ইহার অলৌকিক কবিত্বশক্তির খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়ে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বিবেচিত হইয়া জগদ্বিশ্রুত "নোবেল" প্রাইজ প্রাপ্ত হন, তাহাতে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ইহার হস্তগত হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সম্মানসূচক "ডাক্তার" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন, এবং পর বৎসর ৩০শে জুন ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহাকে নাইট ("স্যর") উপাধি প্রদান করেন। পরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব প্রদেশে জালিয়ানওয়ালাবাগের অহেতুক হত্যাকাণ্ডের পর গবর্ণমেণ্ট তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধান না করায় ইনি গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত "স্যর" উপাধি প্রত্যর্পণ করেন। ইনি ঐ বৎসর শরৎকালে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বহির্গত হন। তথায় সর্ব্বজাতি ইঁহাকে বিশেষরূপে অভিনন্দিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিল। ইনি চীন, জাপান, আমেরিকা ও অন্যান্য অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া নিজের কীর্ত্তি রাখিয়া আসিয়াছেন। যখন যে স্থানে গিয়াছেন, সেই স্থানে ইঁহার রচিত নাটকাদির অভিনয় হইয়াছে। পরে বোলপুরে প্রাচীন 'নালন্দার' অনুকরণে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া সর্ব্বদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করাইয়াছেন।

পরিদর্শক হিসাবে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। গান্ধীজির আশ্রম অর্থাৎ শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কবীন্দ্র তাঁহার (রবীন্দ্রের) অবর্ত্তমানে কবির মানস পুত্র বিশ্বভারতীর ভার গ্রহণ করেন এই অনুরোধ গান্ধীজিকে লিখিতভাবে করিয়াছিলেন। মহাপুরুষগণ বোধ হয় বুঝিতে পারেন তাঁর শেষ যাত্রার দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী। ১৯৪০ ফেব্রুয়ারী মাসে রবীন্দ্র গান্ধীজিকে এই অনুরোধপত্র দেন। ১৯৪১, ৩০ জুলাই জোড়াসাঁকো বাড়ীতে অস্ত্রোপচার। ৩রা আগষ্ট জ্ঞান লোপ। ১৯৪১, ৭ই আগষ্ট, ২২শে শ্রাবণ (১৩৪৮) রবি অস্তমিত।

আজ কিন্তু সারা বিশ্বে যেখানে আকাশে সূর্য্যোদয় হয় সব স্থানে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষীয় জ্যোতিঃ ম্লান না হইয়া উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত।

জঙ্গিপুরের গ্রাম্যশব্দে রচিত
ফুটবল প্রতিযোগিতার বর্ণনা
কাঞ্চনতলার কাপ
বইখানি হাস্যকৌতুকে পূর্ণ
মূল্য মাত্র চারি আনা
রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে পাওয়া যায়।

মধ্যবিত্তের বিপত্তি

স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী-সরকার কোন কিছুরই মধ্যপথ সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যপথ মেধযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা মাত্র কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। রেলের মধ্যম শ্রেণীর বিলোপ পাইল। মধ্যস্বত্ব ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্দ্ধান করিল। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স' রোহিত করা হইল। কিন্তু কাগজ-কলমে রেলের মধ্যম শ্রেণী বিলোপ পাইলেও নব পর্য্যায়ের শ্রেণী বিন্যাসে ইহার স্থান যথাস্থানেই রহিয়া গেল। মধ্যস্বত্ব ক্ষেত্র বিশেষে জীবিত রহিল। আর 'ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স' তুলিয়া দিলে কি হয়, নূতন করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড' পত্তন করা হইল।

সে যাহা হউক, ভারতবর্ষের ধারক ও বাহক হইল মধ্যবিত্তশ্রেণী। কংগ্রেসী সরকারের 'সোস্যালিষ্টিক প্যাটার্ণ' যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে ভয় হয় সত্যই বুঝি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিয়া ভারতে আর কিছুই থাকিবে না। ধনিক বণিক সম্প্রদায়ের কুটজাল ও কংগ্রেসী সরকারের অসাম্যনিরোধের কার্য্যকরী কর্মপদ্ধতি এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিত্তহীন শ্রেণীতে পরিণত করিতে সর্ব্বপ্রকারে সচেষ্ট। কর্ম্মাভাব, স্বল্প আয়, উত্তরোত্তর বর্ধিত হারে করভার, অতিরিক্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আজ আর তাহাদিগকে সাংসারিক জীবন ধারণে সক্ষম রাখে নাই। নিজের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করায় তাহাদের পক্ষে দুরূহ, সংসার প্রতিপালনের চিন্তাও তাহাদের পক্ষে গর্হিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা এখন আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধ্যায়ত্ত নয়; এবং শিক্ষা সংস্কার যে পথ গ্রহণ করিতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষাকে বড়লোকের বিলাস ব্যসনে পরিণত করা হইতেছে; মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষালাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে।

যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর রাষ্ট্রের দলগত রাজনীতি নির্ভরশীল, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোপ ভবিষ্যৎ দলগত রাজনীতিতে কি প্রভাব বিস্তার করিবে তাহা বিবেচনা করা আশু প্রয়োজন। বলা বাহুল্য ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এই বিপুল জনসংখ্যার বিলোপসাধন সহজসাধ্য নয়। সুতরাং ইহাদের বিলোপসাধনের প্রয়াস হইতে মুক্ত থাকায় রাজনীতির প্রকৃষ্ট পন্থা।

রবীন্দ্র জয়ন্তী শতবার্ষিকী উৎসব

গত ৮ই মে সকাল ৭ ঘটিকায় অর্জুনপুর জুনিয়র হাই স্কুল ও ফরক্কা যোজনা সমিতির শিবনগর কেন্দ্র সম্মিলিতভাবে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষে একটি মহতী সভারও আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফরক্কা ব্লকের প্রগ্রেসিভ এ্যাসিষ্টাণ্ট শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়। কবিগুরুর '১৪০০ সাল' 'পুরাতন ভৃত্য', 'কথা কও কথা কও', 'লুকোচুরি', 'অভিসার' 'নাড়ীটেপা ডাক্তার' যথাক্রমে আবৃত্তি করে মহঃ ইসমাইল, শ্যামসুন্দর দাস, সমীররঞ্জন দাসগুপ্ত, কুমারী জয়লক্ষ্মী সরকার, কুমারী রেণুকা দাসগুপ্ত ও কুমারী অর্চ্চনা উপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ আবৃত্তির জন্য ধুলিয়ানের জনতা বুক ডিপো কুমারী অর্চ্চনা উপাধ্যায়কে একটি রোপ্য পদক দিয়ে পুরস্কৃত করেন। শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র সঙ্গীতের জন্য স্থলের শিক্ষক শ্রীকমলাকান্ত ঘোষাল মহাশয় শ্রীসীতেশচন্দ্র পাণ্ডে মহাশয়কে একটি রোপ্য পদক দিয়ে পুরস্কৃত করেন। শিক্ষক শ্রীনৌমান আলি ও বিনোদবিহারী সরকার কবিগুরুর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্য, দেশপ্রেম ও কাব্য প্রতিভা আলোচনা করেন। শ্রীকমলাকান্ত ঘোষাল মহাশয় কবিগুরু শিক্ষা জগতে কতখানি নবজাগরণ এনেছেন সেই সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রধান শিক্ষক মহঃ মহসীন কবিগুরুর 'মিসটিসিজম' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর বক্তৃতায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেকটি দিক কিছু কিছু আলোচনা ক'রে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'তে সকলকে আহ্বান জানান। মুখ্য সেবিকা কুমারী বকুল সেন ও গ্রামসেবিকা কুমারী চপলা বর্মণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোলেন। যোজনা সমিতির পক্ষ হইতে 'আলপনা' প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা হয়। সভান্তে সকলকে বিস্কুট ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

শুভদিন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস ২৫শে বৈশাখ—বৎসরের সর্বাপেক্ষা শুভদিন বলিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু মত প্রকাশ করিয়াছেন। সোমবার কলিকাতায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে ভাষণকালে শ্রীনেহরু বলেন গ্রহ অথবা উপগ্রহের প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই মানুষের জীবনের শুভাশুভ নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন তিনি তাঁহাদের সহিত একমত নহেন। যখন ভাল কাজ হয় তখনই শুভদিন। তিনি বলেন, "মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠানের দ্বারাই দিবস শুভ হয়।" পঁচিশে বৈশাখ দেশবাসী রবীন্দ্রনাথের মহৎ কর্মের বিষয়ে চিন্তা করেন—সুতরাং এই দিনটি যে শুভ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না বলিয়া শ্রীনেহরু মন্তব্য করেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'

সীমানা পিলার অপসারণ

মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার বামনাবাদের নীচে পদ্মার চর জরীপ করিয়া কয়েকমাস পূর্ব্বে ভারত ও পাকীস্থান উভয় পক্ষের কমিশন সীমানা ঠিক করেন এবং সীমানা নির্দ্দেশক পিলার পুতিয়া দেন। এই চরে জলি ধান আবাদযোগ্য প্রায় ৪০০ বিঘা জমি সরকারের কাছে স্থানীয় কৃষকরা ফসলী বন্দোবস্ত লয় এবং সীমানা পিলারের উভয় পার্শ্বে ভারতীয় ও পাকিস্থানী চাষীরা জলি ধান চাষ করে। বর্ত্তমানে ধান পাকিবার সময় হইয়াছে। সম্প্রতি পাকিস্থানী কতিপয় দুর্বৃত্ত উক্ত চরের সীমানা জ্ঞাপক পিলারগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য সীমানা জ্ঞাপক পিলার না থাকিলে চরের সমস্ত ধানই তাহাদের হইবে। ভারতীয় চাষীগণ সেই কারণে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

স্বর্গত দেশনেতা মতিলাল নেহরু

শনিবার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত এক সভায় স্বর্গত দেশনেতা মতিলাল নেহরুর স্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়। এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির ভাষণে ডাঃ রায় বলেন, পণ্ডিত মতিলালের ন্যায় মহান ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিলে আমাদের জীবন উজ্জলতর হইতে পারে। ঐশ্বর্যের মধ্যে পরম সুখে জীবন কাটানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এই ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারিলেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধানিবেদন করা যাইতে পারে। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, পুলিস মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জী এবং মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ অনুষ্ঠানে সভাপতি পদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের নাম প্রস্তাব করেন।

শ্রীনেহরুকে কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শন

শ্যামবাজারে ৮ জন গ্রেপ্তার

সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু দমদম হইতে কলিকাতায় আসার পথে শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ের নিকট তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শিত হয়। প্রকাশ, "জাগো বাঙ্গালী" সংস্থার পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের "বাঙ্গালী বিদ্বেষী মনোভাবের" প্রতিবাদে ঐ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পুলিস ঘটনাস্থল হইতে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিচিত্রাতে কবিগুরুর জন্মোৎসব

গত ৮ই মে সহস্র সহস্র নরনারী শান্তিনিকেতন আসিয়াছেন। প্রত্যূষে আশ্রমের আবালবৃদ্ধ-বণিতার কণ্ঠে 'ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়।' তৎপর ছাতিমতলায় প্রার্থনা হয়। 'বিচিত্রা'তে আনুষ্ঠানিকভাবে কবিগুরুর জন্মোৎসব হয়। উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে কবির নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'ও অভিনীত হয়।

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অ শু বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

মামলা জিৎ

—•—

দাদাঠাকুর! আজকে তোমার
দেখ্‌ছি ভারী মেজাজ খোস।
ডিক্রী বুঝি পেলে মামলা
ক'রে বিষম যোগসাজোস্?
মানুষ হাকিম কর্‌লে বিচার,
তারে দিলে খুব ফাঁকি।
উপরে যে হাকিম আছে
ঠকা'তে তায় পার্‌বে কি?
টিপসহিতে কাজ সারিলে
সাক্ষী দিয়ে দুই কি তিন।
সে হাকিম ত নেননা প্রমাণ
নিজেই দেখেন সরজমিন।
ঠোঙায় করে ও কি নিয়ে
তাড়াতাড়ি দিচ্ছ ছুট?
মামলা জিতে আজকে বুঝি
দিতে হবে হরির লুট।
মামলা জিতে যে ভোগ দিবে
হরি যদি নেন তা আজ;
তা' হলে ঠিক বুঝব আমি
হরিও তোমার মামলাবাজ।
হলপ ক'রে নিলে হাতে
তামা তুলসী গঙ্গাজল।
আজকে যে ফল ফল্‌লো তোমার
ফল্‌বে তাহার উল্টো ফল।
মিছে ক'রে মামলা জিতে
ভাবছো তুমি বুদ্ধিমান।
হয়ত নিবে গরু দুটী
না হয় নিবে বাস্তুখান।
ভাব্‌ছো আমায় কর্‌লে জব্দ
কর্‌লে আমার সর্ব্বনাশ।
তোমার শাস্ত্র সত্য হ'লে
তোমার হবে নরক বাস।
দেনাদারের গরু যাবে
ভুগবে নরক ডিক্রীদার।
বলুন দেখি পাঠক মশায়!
কাহার জিৎ আর কাহার হার?

খৈরাটী প্রাইমারী স্কুলে রবীন্দ্র জয়ন্তী

শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে, অন্যান্য সুহৃদগণের সহযোগিতায় ও শিক্ষকবৃন্দের আন্তরিকতায় ছাত্রছাত্রীগণকে লইয়া ২৫শে বৈশাখ খৈরাটী প্রাইমারী স্কুলে প্রীতিজনক রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রদ্ধেয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে উৎসাহশীল ছাত্রছাত্রীগণ রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদানান্তে সভাপতির আসন গ্রহণান্তর আবৃত্তি, নৃত্যগীত প্রভৃতি আনুষ্ঠানিকভাবে সুসম্পন্ন করিয়া নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ ও মাননীয় সভাপতি মহাশয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সভার শেষে ছাত্রছাত্রীগণকে বিস্কুট দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে সিভিল, মেক্যানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্ত্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। দরখাস্তকারীর সর্ব্বনিম্ন যোগ্যতা স্কুল ফাইনালে পাশ বা তাহার সমান পরীক্ষায় পাশ। বয়স গত ১লা জানুয়ারীতে ১৫ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে হইতে হইবে। (তপশীলভুক্তদের পক্ষে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত) ইনষ্টিটিউটের অফিস হইতে প্রাপ্তব্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে প্রস্পেক্টাসে লিখিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। নগদ ৫০ নয়া পয়সা জমা দিলে অফিস হইতে ভর্ত্তির ফরম ও প্রস্পেক্টাস পাওয়া যাইবে। প্রিন্সিপ্যালের নামে ৫০ নয়া পয়সা মনিঅর্ডার কিংবা ক্রসড পোষ্টাল অর্ডারের সহিত ২৫ নয়া পয়সার ষ্ট্যাম্পযুক্ত দরখাস্তকারীর ঠিকানা সম্বলিত ৯"×৪" সাইজের খাম পাঠাইলেও ইহা ডাকে পাঠান হয়। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ আগামী ১৩ই জুন।

জুন মাসের শেষের দিকে নির্ব্বাচিত প্রার্থীদিগকে ইংলিশ কম্পোজিসন্, জেনারেল নলেজ, ড্রয়িং ও ম্যাথামেটিক্স (স্কুল ফাইনাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড) পরীক্ষায় বসিতে হইবে (স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল বাহির না হইলেও)।

ভর্ত্তির দরখাস্ত ইনষ্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যালের নামে পোঃ "কাশিমবাজার রাজ" ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে যাহারা গত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসিয়াছে তাহারাও দরখাস্ত দিতে পারিবে। হষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা আছে।

ভূতপূর্ব্ব বিপ্লবীর শোক

আলিপুর বোমার মামলার সবশেষ জীবিত বিপ্লবী শ্রীবিভূতিভূষণ সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অশেষকুমার সরকার (১৮) গত ৮ই মে চলন্ত বাস হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বালকটি বাসে খাতড়া যাইবার সময় খাতড়া শহরের অনতিদূরে চলন্ত বাস হইতে নীচে পড়িয়া যায় এবং মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লাগার ফলে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইয়া যায়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ ঐ বাসে করিয়া বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালে পরে তাহার মৃত্যু হয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি আগামী ৩০।৭।৬১ তারিখে পুনর্গঠিত হইবে। ঐ উদ্দেশ্যে ভোটারগণের Provisional (অস্থায়ী) তালিকা ও পরবর্ত্তী কর্ম্মসূচী আগামী ১৭।৫।৬১ তারিখ সকাল সাত ঘটিকার মধ্যে এই বিদ্যালয়ের নোটীশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। ভোটার তালিকা সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ২৪।৫।৬১ তারিখ পর্য্যন্ত সকাল নয় ঘটিকার মধ্যে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের নিকটে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে। ইতি—১০।৫।৬১

H. G. Chattoraj,
Asstt. Head master
for Head mistress on leave.

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর নির্দ্ধারিত মূল্যে
আমাদের এখানে পাবেন।
এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬
টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৯
প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়
কো-অপারেটিভ কুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার প্রস্তুত
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।
সোল এজেণ্ট:—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণা
কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ
ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।